দৈনিক বাংলা
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

01 JUL 1989

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ শনিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ঃ ১লা জুলাই ১৯৮৯

পথকলি চিকিৎসা কেন্দ্র

গত বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট এরশাদ ফতুল্লায় পথকলি চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন। কর্মজীবী শিশুদের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের গভীর মমতা ও ভালবাসার নিদর্শন এই চিকিৎসা কেন্দ্র। এর আগে ফতুল্লায় গিয়ে প্রেসিডেন্ট দেখতে পান যে বেশীর ভাগ শিশু শ্রমিকই নানা রোগের শিকার। তাদের জন্য চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এই ভাগ্যাহত শিশু-শ্রমিকদের কল্যাণে এলাকার ধনী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানালে স্থানীয় একজন শিল্পপতি পথকলি চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য একটি ভবন দান করেন এবং প্রেসিডেন্টের নির্দেশে মাত্র আড়াই মাসে চিকিৎসা কেন্দ্রটি চালু করা হয়।

সমাজের উপেক্ষিত, বিড়ম্বিত ও ভাগ্যাহত শিশু-কিশোর ও সাধারণ মানুষের জন্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এভাবে আজ পর্যন্ত বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহুজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, বহু দুঃস্থ পরিবারকে ভাতা দিয়েছেন, বহুজনকে দিয়েছেন বেঁচে থাকার অবলম্বন। রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুদায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখছেন এবং দুঃখীজনের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন। তাঁর এই গভীর মানবিক ও সংবেদনশীল ভূমিকা যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসাযোগ্য তেমনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তও বটে।

আমাদের সমাজ দরিদ্র সমাজ। রাতারাতি এই সমাজের সকল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজের সকল সচ্ছল মানুষ যদি দরিদ্র শিশু-কিশোর এবং দুঃখী মানুষের বেদনা লাঘব করার জন্য এগিয়ে আসেন, তা হলে অনেকের জীবনই দুঃখ ও বেদনামুক্ত হতে পারে। কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, খাদ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তির স্পর্শ ছড়িয়ে দেয়া যায়। প্রেসিডেন্ট নিজে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে সমাজের বিত্তশালী অংশকে মানব-কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন। আমরা আশা করছি যারা সম্পন্ন ও সচ্ছল তারা দুঃস্থ মানুষের জন্য এ ধরনের উদ্যোগে অংশ নেবেন।

পথকলি চিকিৎসা কেন্দ্র সমাজ সেবার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সারা দেশে এমনি করে উপেক্ষিত শিশু-কিশোরদের জন্যে আরও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এটাই আশা করি।